ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩৮৫৮
খোয়াই,২১ ফেব্রুয়ারি,২০২১

বন না থাকলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য ব্যাহত হবে : বনমন্ত্রী

বন না থাকলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য দারুণভাবে ব্যাহত হবে। এর সরাসরি প্রভাব এসে পড়বে মানব সভ্যতার উপর। আজ বড়মুড়া হাতাইকতর ইকোপার্কে বন দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত দ্বিতীয় হর্ণবিল উৎসবের উদ্বোধন করে বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া একথা বলেন। তিনি বলেন, বনজ সম্পদ ধ্বংস করা মানে মানব সভ্যতাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাওয়া। এ বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার দায়িত্ব সবার। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে বন এবং বনজ সম্পদের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে। রাজ্যের বর্তমান সরকার বনজ সম্পদকে রক্ষা করার জন্য নানা ধরণের উদ্যোগ নিয়েছে। এতে সার্বিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তথা বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় বলেন, বনকে কেন্দ্র করে বহু মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। তাদের এই জীবিকাকে সমৃদ্ধ করার জন্য রাজ্য সরকার নানাভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বন এবং বনজ সম্পদকে রক্ষা করার উপর রাজ্য সরকার দারুণভাবে গুরুত্ব দিয়েছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বন দপ্তরের প্রধান সচিব বরুণ কুমার সাহু বলেন, মানুষকে বন ও বন্যপ্রাণী সম্পর্কে আরও বেশি সচেতন করে তোলার লক্ষ্যেই হর্ণবিল উৎসবের আয়োজন করা হয়। তিনি বন সম্পর্কে বর্তমান প্রজন্মকে আরও বেশি উৎসাহিত করে তোলার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন পিসিসিএফ ডা. ডি কে শর্মা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মুখ্য বন সংরক্ষক অমিত শুক্লা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রকের এডিজি শিশির কুমার রাঠোর, খোয়াই জেলা বন আধিকারিক ডা. নীরজ কুমার চঞ্চল। অনুষ্ঠানে অতিথিগণ তিনটি স্বসহায়ক দলের সদস্যদের হাতে ৩ লক্ষ টাকার চেক ও ৪টি বায়োডাইভার্সিটি ম্যানেজমেন্ট কমিটির প্রতিনিধিদের হাতে ১ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকার চেক তুলে দেন। অনুষ্ঠানে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। উল্লেখ্য, গত ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে খোয়াই জেলার বিভিন্ন গ্রামে স্থানীয়ভাবে হর্ণবিল উৎসবের আয়োজন করা হয়। আজ বড়মুড়ার হাতাইকতর ইকোপার্কে মূল অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়।

*****